রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

# বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

**রবিবার, নভেম্বর ২০, ২০২২**

## বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯/২০ নভেম্বর, ২০২২

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ মোতাবেক ২০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

### ২০২২ সনের ২১ নং আইন

## International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh, Ordinance, 1978 রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া নূতনভাবে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তপশিলের ৩ক এবং ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হওয়ায় এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং


মূল্য : টাকা ১৬·০০

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উল্লিখিত সিদ্ধান্তের আলোকে International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh, Ordinance, 1978 (Ord. No. LI of 1978) রহিতক্রমে সময়োপযোগী করিয়া নূতন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ, আইন, ২০২২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) **"উন্নয়নশীল দেশ"** অর্থ জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত উন্নয়নশীল শ্রেণিভুক্ত কোনো দেশ;

(খ) **"উন্নয়ন সহযোগী"** অর্থ কোনো এজেন্সি, সংস্থা, দেশ বা ব্যক্তি যাহাদের নিকট হইতে কেন্দ্রের অনুকূলে আর্থিক অনুদান ও অন্যান্য সহযোগিতা পাওয়া যায়;

(গ) **"কর্মচারী"** অর্থ কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত স্থায়ী, অস্থায়ী, শিক্ষানবিশ ও চুক্তিভিত্তিক কোনো ব্যক্তি, পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী ও গবেষক এবং কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক পদসমূহে নিযুক্ত সকল ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **"কেন্দ্র"** অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ;

(ঙ) **"নির্বাহী পরিচালক"** অর্থ কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক;

(চ) **"প্রবিধান"** অর্থ ধারা ২৯ এর অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(ছ) **"বোর্ড"** অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(জ) **"সদস্য"** অর্থ বোর্ডের কোনো সদস্য; এবং

(ঝ) **"সভাপতি"** অর্থ বোর্ডের সভাপতি।

৩। **কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh, Ordinance, 1978 (Ord. No. LI of 1978) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh) নামে অভিহিত হইবে এবং উহা এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কেন্দ্র একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং উহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) উপধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও গবেষণা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্র একটি স্বায়ত্তশাসিত, আন্তর্জাতিক, জনসেবামূলক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবে।

৪। **কেন্দ্রের কার্যালয়।**—(১) কেন্দ্রের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে।

(২) কেন্দ্র উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্রের স্থায়ী শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৫। **কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।**—কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) স্বাস্থ্য সেবার উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং ডায়রিয়াজনিত রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আনয়ন এবং বিশেষত উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির উন্নয়ন সাধন করিবার লক্ষ্যে ডায়রিয়া, পুষ্টি এবং অন্যান্য জাতীয় ও বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য সমস্যার সহিত সম্পৃক্ত বিষয়ে সমীক্ষা, গবেষণা ও জ্ঞান বিস্তারে উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রসার ঘটানো; এবং

(খ) কেন্দ্রের সক্ষমতার ক্ষেত্রসমূহে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় বাংলাদেশি ও অন্যান্য দেশের গবেষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধা প্রদান।

৬। **কেন্দ্রের কার্যাবলি।**—কেন্দ্রের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) বাংলাদেশ এবং অন্যান্য দেশের প্রয়োজনের নিরীখে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধানের অধীন ক্লিনিক্যাল গবেষণা, ল্যাবরেটরি ও প্রাণকেন্দ্রিক পরীক্ষা, এপিডিমিওলজিক্যাল (epidemioligical) ও সমীক্ষা গবেষণা, মাঠ পর্যায়ে অনুসন্ধান, প্রদর্শনী প্রকল্প পরিচালনা, সভার আয়োজন এবং ক্লিনিক্যাল মেডিসিন, এপিডিমিওলজি, মৌলিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, জৈব-পরিসংখ্যান, জনমিতি, উর্বরতা ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান এবং জনস্বাস্থ্যের সহিত সম্পর্কিত বিষয়ের উপর গবেষণা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বক্তৃতা, সেমিনার, আলোচনা এবং সম্মেলনের আয়োজন;

(খ) উদরাময় গবেষণা ও সমীক্ষার উপর বই, সাময়িকী, রিপোর্ট এবং গবেষণা ও ওয়ার্কিং পেপার প্রকাশ;

(গ) কেন্দ্রের অথবা অন্যান্য জাতীয় ও বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক সমীক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) বাংলাদেশ এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনগণের স্বাস্থ্যের বিষয়ে অথবা গবেষণার অংশ হিসাবে অবদানস্বরূপ সেবা, প্রশিক্ষণ, বিশেষজ্ঞ কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সহায়তা প্রদান;

(ঙ) স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত যে কোনো উদ্যোগ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা এবং স্বাস্থ্যনীতির বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(চ) সহযোগিতামূলক স্টাডি (Study), সেমিনার, বিনিময় সফর বা অন্য কোনো মাধ্যমে সৃষ্ট বিদ্বজ্জন (scholars) এবং তাহাদের সমীক্ষার কাজের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও উহা অব্যাহত রাখা;

(ছ) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বা সহযোগিতায় সমীক্ষা, স্টাডি (Study) ও কোর্স পরিচালনা কার্যক্রম গ্রহণ;

(জ) কেন্দ্রের কর্মসূচি এবং কর্মকাণ্ডে বিজ্ঞানীগণের অংশগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিতকরণ প্রযোজ্যক্ষেত্রে, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হইতে অন্যূন সহকারী অধ্যাপক পর্যায়ের চিকিৎসকদের অথবা গবেষকদের সংশ্লিষ্ট করিবার বিষয় বিবেচনা করা;

(ঝ) কেন্দ্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হাসপাতাল, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার, প্রাণি গবেষণাগার, লাইব্রেরি, পাঠকক্ষ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, গাড়ি, জলযান এবং অন্যান্য যানবাহন পরিচালনা করা;

(ঞ) বিভিন্ন শ্রেণির পেশাগত কর্মচারীগণের অনুকূলে সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে বৃত্তি, ফেলোশিপ (fellowship) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ট) বৃত্তি, উপহার, দান, অনুদান, অন্যান্য তহবিল ও সেবার বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ এবং রয়্যালটিসহ অন্যান্য আয় উপার্জন; এবং

(ঠ) কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৭। **বোর্ড গঠন**।—(১) কেন্দ্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে একটি বোর্ড থাকিবে, যাহা নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত ৪ (চার) জন প্রতিনিধি;

(খ) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(গ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জাতিসংঘের কোনো সংস্থার মনোনীত ১ (এক) জন প্রতিনিধি;

(ঘ) পূর্ববর্তী বোর্ড কর্তৃক মনোনীত ৮ (আট) জন ব্যক্তি; এবং

(ঙ) কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক, যিনি বোর্ডের সদস্য সচিবও হইবেন।

(২) বোর্ডের সদস্যগণ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নির্বাহী পরিচালক ব্যতীত অন্য কোনো সদস্যকে বোর্ডের সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করিবেন।

(৩) কেন্দ্রের কার্যাবলির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ বিজ্ঞান, গবেষণা, ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত হইবেন।

(৪) কোনো সময়ে বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশের পক্ষ হইতে উপধারা (১) এর দফা (ঘ) এর অধীন ২ (দুই) জনের অধিক সদস্য থাকিবে না।

(৫) প্রত্যেক সদস্য ৩ (তিন) বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন এবং উক্ত মেয়াদকাল একবারের জন্য বর্ধিত করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সদস্য একাদিক্রমে দুই মেয়াদ বা সাকুল্যে ৬ (ছয়) বৎসরের অধিক মেয়াদে দায়িত্ব পালন করিবেন না।

৮। **বোর্ডের ক্ষমতা এবং কার্যাবলি**।—(১) কেন্দ্রের পরিচালনা, প্রশাসন এবং সাধারণ দিক-নির্দেশনা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

(২) উপধারা (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, বিশেষত, বোর্ডের নিম্নলিখিত ক্ষমতা ও কার্যাবলি থাকিবে, যথা :—

(ক) কেন্দ্রের মৌলিক নীতিসমূহ নির্ধারণ;

(খ) কেন্দ্রের সার্বিক কার্যাবলি তত্ত্বাবধান;

(গ) কেন্দ্রের পরিচালনা কৌশল অনুমোদন;

(ঘ) কেন্দ্রের বাজেট পরীক্ষা এবং অনুমোদন;

(ঙ) নির্বাহী পরিচালক ও উপনির্বাহী পরিচালক নির্বাচন ও নিয়োগ প্রদান এবং তাহাদের চাকরি হইতে অপসারণ;

(চ) আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা, সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অনুদান গ্রহণ এবং অনুদান প্রাপ্তির বিষয় যথাযথ সরকারি সংস্থাসমূহকে অবহিতকরণ;

(ছ) কেন্দ্রকে, প্রয়োজনে, ঋণ গ্রহণ এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান;

(জ) কেন্দ্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য উহার অধীনস্থ গবেষণা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসেবা উপকেন্দ্র স্থাপন;

(ঝ) কেন্দ্রের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে নীতিমালা, গাইডলাইন, ম্যানুয়েল, নির্দেশিকা, ইত্যাদি প্রণয়ন;

(ঞ) কেন্দ্রের সকল আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পদ সৃজন এবং উক্ত পদসমূহে নিয়োগ অনুমোদন;

(ট) কেন্দ্রের চাকরি প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্মচারী নিয়োগ নীতি ও প্রাকটিস নির্ধারণ;

(ঠ) কেন্দ্রের কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা বা সম্পাদন; এবং

(ড) পরবর্তী বোর্ড গঠনে ধারা ৭(১)(ঘ) অনুযায়ী সদস্য মনোনয়ন।

৯। **বোর্ডের সভা**।—(১) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, বোর্ড উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়ে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পঞ্জিকা বর্ষে বোর্ডের অন্যূন ২ (দুই) টি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে।

(৩) সভাপতি বোর্ডের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে উক্ত সভার সভাপতি হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(৪) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী সদস্যের দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৬) বোর্ড উহার সভায় কোনো আলোচ্য বিষয় সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি বা বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম এইরূপ যে কোনো ব্যক্তিকে উক্ত সভায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি সভার আলোচনায় অংশগ্রহণপূর্বক মতামত প্রদান করিতে পারিবেন, তবে তাহার কোনো ভোটাধিকার থাকিবে না।

(৭) বোর্ডের কোনো পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটির কারণে বোর্ডের কোনো কার্য বা সিদ্ধান্ত অবৈধ হইবে না অথবা তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না :

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সভাপতি, কোনো সদস্য অথবা নির্বাহী পরিচালকের নিয়োগ অবৈধ অথবা চাকরিচ্যুতিযোগ্য প্রমাণিত হইলে তাহার পরবর্তী কাজসমূহ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

১০। **নির্বাহী পরিচালক, ইত্যাদি**।—(১) কেন্দ্রের একজন নির্বাহী পরিচালক থাকিবেন, যিনি বোর্ড কর্তৃক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন, এবং উক্ত মেয়াদকাল একবারের জন্য বর্ধিত করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালকের মেয়াদ সর্বোচ্চ এমনভাবে বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহা আরও এক মেয়াদের সময়কালের অধিক হইবে না।

(২) নির্বাহী পরিচালক কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং এই আইন ও তদধীন প্রণীত প্রবিধান সাপেক্ষে, কেন্দ্রের কার্যাবলি, তহবিল পরিচালনা এবং বোর্ডের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকিবেন।

(৩) নির্বাহী পরিচালককে কার্য সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য বোর্ড একজন উপনির্বাহী পরিচালক নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) নির্বাহী পরিচালক এবং উপনির্বাহী পরিচালকের চাকরির শর্তাদি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৫) উপনির্বাহী পরিচালক নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে তাহার দায়িত্ব এবং নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। নির্বাহী **কমিটি ও অন্যান্য কমিটি**।—(১) বোর্ড উহার সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে একটি নির্বাহী কমিটি গঠন করিতে পারিবে যাহা বোর্ডের সভার অন্তর্বর্তী সময়ে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসাবে কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ডের অন্যূন একজন বাংলাদেশি সদস্য থাকিতে হইবে।

(২) নির্বাহী কমিটির সকল অন্তর্বর্তী কার্যাবলি বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মসূচির কারিগরি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে বোর্ড তৎকর্তৃক নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে একটি বহিঃ বৈজ্ঞানিক পরামর্শক গ্রুপ (External Scientific Advisory Group) গঠন করিতে পারিবে যাহা প্রত্যেক ২ (দুই) বৎসরে অন্যূন একবার কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করিবে।

(৪) বোর্ড কেন্দ্রের সহিত বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও পারস্পরিক জ্ঞান বিনিময় এবং গবেষণার ফলাফলকে জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করিবার জন্য একটি কর্মসূচি সমন্বয় কমিটি (Programme Co-ordination Committee) গঠন করিতে পারিবে।

(৫) বোর্ড বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ (Bangladesh Medical Research Council) এর একজন প্রতিনিধিসহ একটি নৈতিকতা পুনর্বিবেচনা কমিটি (Ethical Review Committee) গঠন করিতে পারিবে।

(৬) বোর্ড উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, প্রয়োজনে, এই ধারায় উল্লিখিত কমিটি ব্যতীত অন্য কোনো কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(৭) কমিটিসমূহের কার্যাবলি, গঠন, ক্ষমতা, কর্মপরিধি এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিধান প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১২। **তহবিল**।—(১) কেন্দ্রের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা :—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(খ) বৈদেশিক সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী এবং বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) উপহার, বৃত্তি এবং দান;

(ঘ) প্রকাশনা (Publication) বিক্রয় এবং রয়্যালটি (Royalty) হইতে প্রাপ্ত আয়;

(ঙ) গবেষণা, প্রশিক্ষণ এবং চুক্তিভিত্তিক কাজ হইতে প্রাপ্ত আয়;

(চ) ল্যাবরেটরি ব্যবস্থাপনা হইতে আয়;

(ছ) ব্যাংক হইতে প্রাপ্ত সুদ বা মুনাফা; এবং

(জ) অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো তপশিল ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৩) প্রচলিত আইন সাপেক্ষে কেন্দ্রের চুক্তিভিত্তিক কার্যাবলি বাস্তবায়ন অথবা বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ বা সংরক্ষণের লক্ষ্যে, বোর্ডের অনুমতি সাপেক্ষে এবং বাংলাদেশ সরকারকে অবগত করিয়া, নির্দিষ্ট তহবিল বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত ব্যাংকে গ্রহণ ও সংরক্ষণ করা যাইবে।

**ব্যাখ্যা**—"তপশিল ব্যাংক" বলিতে Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. 127 of 1972) এর Article 2(j) তে সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank কে বুঝাইবে।

১৩। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) নির্বাহী পরিচালক কেন্দ্রের আয় ও ব্যয়ের হিসাব প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিবেন এবং উক্ত হিসাবের বার্ষিক নিরীক্ষণের নিমিত্ত বোর্ড উহার বিবেচনামতে দেশীয় বা আন্তর্জাতিক চার্টার্ড একাউন্টেন্ট (Chartered Accountant) ফার্ম নিযুক্ত করিতে পারিবে।

(২) মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রত্যেক বৎসর কেন্দ্রের সরকারী অর্থের বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং আইনের বিধান মোতাবেক নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন বোর্ডের নিকট পেশ করিতে হইবে এবং বোর্ড উহার অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৪) বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদনের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে।

১৪। **বার্ষিক প্রতিবেদন এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী**।—(১) নির্বাহী পরিচালক, প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষ হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব, বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী, কেন্দ্রের কার্যাবলি সংক্রান্ত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন এবং কেন্দ্রের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংবলিত একটি বার্ষিক বিবরণী প্রণয়ন করিবেন।

(২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক বিবরণী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর উহাদের অনুলিপি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১৫। **শ্রম আইন হইতে অব্যাহতি**।—দেশে বলবৎ শ্রম আইন হইতে কেন্দ্র অব্যাহতি পাইবে এবং কেন্দ্রে কর্মরত কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে উহার নিজস্ব বিধি-বিধান প্রযোজ্য হইবে।

১৬। **কর, মূসক, রেইট এবং শুল্ক হইতে অব্যাহতি**।—(১) প্রচলিত কর, মূসক, রেইট অথবা শুল্ক সংক্রান্ত কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কেন্দ্রের নামে কোনো প্রকার স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা সেবা ক্রয় অথবা অন্য কোনো উপায়ে হস্তান্তরজনিত কারণে, অন্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর, মূসক, রেইট অথবা শুল্ক ব্যতীত এবং সাধারণ উপযোগিতামূলক সেবা (Public Utilities) যথা-পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ, টেলিফোন এবং পৌর কর ব্যতীত, কেন্দ্রের উপর কোনো প্রকার কর, মূসক, রেইট বা শুল্কের দায়বদ্ধতা বর্তাইবে না।

(২) Income-tax Ordinance, 1984 (Ord. No. XXXVI of 1984) মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) বা তৎসংশ্লিষ্ট আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কেন্দ্রের কার্যাবলি, সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত এবং বাংলাদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নহেন এমন সকল বিদেশি বিশেষজ্ঞ, প্রকৌশলী এবং গবেষণা বিশেষজ্ঞ (Research Scholars) তাহাদের কর্তৃক প্রাপ্ত বা প্রাপ্ত হিসাবে গণ্য যে কোনো প্রকার বেতন বা সম্মানির উপর প্রদেয় আয়কর এবং মূসক হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন, যদি উক্ত ব্যক্তির বেতন বা সম্মানি তাহার নিজ দেশের নিবাসস্থল বা স্থায়ী বাসস্থান হইতে আয়কর এবং মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত হয় এবং তৎসংক্রান্ত দালিলিক প্রমাণ বাংলাদেশের আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হয়।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ব্যক্তি নিজের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানির ক্ষেত্রে, সেই সকল ব্যক্তির সমতুল্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন যাহারা আন্তর্জাতিক চুক্তির অধীন বিদেশি বিশেষজ্ঞ, কারিগরি বা পরামর্শক হিসাবে বাংলাদেশে কর্মরত রহিয়াছেন এবং প্রচলিত আইন অনুসারে আমদানি শুল্ক এবং বিক্রয় কর হইতে অব্যাহতি সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

১৭। **গবেষণা সংক্রান্ত জৈব উপকরণ এবং ফার্মাসিউটিক্যাল আনয়ন ও হস্তান্তরের বিধান**।—কেন্দ্র জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক আইন ও বিধি-বিধান সাপেক্ষে বৈধ জৈব উপকরণ (Biological Material) এবং গবেষণা সংক্রান্ত ফার্মাসিউটিক্যাল (Pharmaceutical) দেশের অভ্যন্তরে আনয়ন এবং দেশের বাহিরে হস্তান্তর করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কেন্দ্র কর্তৃক কোনো রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য গবেষণা বা পরীক্ষার জন্য বিদেশে প্রেরণ করিতে হইলে বা কোনো আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য গবেষণা বা পরীক্ষার জন্য বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি গ্রহণ সাপেক্ষে, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।"।

১৮। **অব্যাহতি, ছাড় এবং সুবিধা পরিত্যাগ**।—কেন্দ্রের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে, বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে, বোর্ড তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তে এই আইনের অধীন প্রদত্ত যে কোনো প্রকার অব্যাহতি, ছাড় এবং সুবিধা পরিত্যাগ করিতে পারিবে।

১৯। **কর্মচারী নিয়োগ**।—কেন্দ্র উহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকরির শর্তাবলি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২০। **বেতনাদি**।—(১) সমমর্যাদার আন্তর্জাতিক পদসমূহে বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বাংলাদেশিসহ কেন্দ্রের সকল ব্যক্তির আন্তর্জাতিক সমতুল্য পদের সমরূপ বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্য কোনো দেশের সরকার কর্তৃক উহার নাগরিকগণের বেতন ও ভাতাদির উপর আরোপিত বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) তহবিলের পর্যাপ্ততা সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদসমূহ ব্যতীত অন্যান্য পদের বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশে অবস্থিত জাতিসংঘের সংস্থাসমূহের অনুরূপ পদের সহিত, যতদূর সম্ভব, সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে।

২১। **কর্মচারীগণের দায়মুক্তি ও অধিকারসমূহ**।—সভাপতি, সদস্য, নির্বাহী পরিচালক এবং কর্মচারী—

(ক) তাহাদের দাপ্তরিক ক্ষমতার অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের জন্য সকল প্রকার আইনি প্রক্রিয়া হইতে দায়মুক্তি পাইবেন, যদি না বোর্ড বা নির্বাহী পরিচালক স্বীয় অধিকার পরিত্যাগ করিয়া বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করেন এবং বোর্ডের প্রশাসনিক আদেশে উহা লিপিবদ্ধ থাকে; এবং

(খ) বাংলাদেশ ব্যতীত অন্য কোনো দেশের নাগরিক হইলে তিনি, এবং তাহার স্বামী, বা, ক্ষেত্রমত, স্ত্রী ও নির্ভরশীলগণ ভিসার সাধারণ নিয়মাবলী (normal visa requirements) এবং বিদেশি নিবন্ধনের প্রচলিত বিধি-বিধান ব্যতীত প্রবাস/প্রবাসী সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-নিষেধ হইতে মুক্ত থাকিবেন।

২২। **সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম সংরক্ষণ**।—সভাপতি, সদস্য, নির্বাহী পরিচালক, উপ-নির্বাহী পরিচালক এবং কর্মচারীগণ তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত সকল ক্ষতি, খরচাদি বা দায়-দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন, যদি না উক্ত ক্ষতি, খরচাদি বা দায়-দায়িত্ব তাহাদের অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত কর্ম বা ত্রুটির ফলে হইয়া থাকে।

২৩। **গবেষণা-সংক্রান্ত প্রকাশনা ও প্রচারণার স্বাধীনতা**।—(১) কেন্দ্র উহার গবেষণালব্ধ ফলাফল ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রকাশ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে এবং উহার ফলাফল স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে অবহিত করিবে।

(২) কেন্দ্রের গবেষণা কাজে নিয়োজিত সকল উপকরণ এবং গবেষণালব্ধ ফলাফল উহার নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং বোর্ডের নিকট হইতে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট অনুমোদন ব্যতীত উহা মুদ্রণ, অনুলিপি প্রস্তুত, ব্যক্তিগত সুবিধার নিমিত্ত স্থানান্তর বা অন্য সংস্থা কর্তৃক ব্যবহার করা যাইবে না।

২৪। **পেটেন্ট, কপিরাইট, ইত্যাদি**।—(১) কেন্দ্র পেটেন্ট, কপিরাইট এবং অন্যান্য মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত প্রচলিত বাংলাদেশি এবং বিদেশি আইনসমূহ এবং তৎসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন এবং ট্রিটিসমূহের অধীন মেধাস্বত্ত্বের পূর্ণ অধিকার ভোগ করিবে।

(২) কেন্দ্রের গবেষণার ফলাফল এবং আবিষ্কার হইতে প্রাপ্ত **পেটেন্ট**, লাইসেন্স, কপিরাইট এবং অন্যান্য অনুরূপ স্বত্বের সার্বজনীন সহজলভ্যতা উপযুক্ত পদ্ধতিতে নিশ্চিতকরণের দায়িত্ব বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

২৫। **কল্যাণ তহবিল**।—(১) কেন্দ্র উহার কর্মচারীগণের উন্নয়ন ও উন্নত সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে কল্যাণ তহবিল গঠন করিতে পারিবে।

(২) কল্যাণ তহবিল প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইবে।

২৬। **ক্ষমতা অর্পণ**।—বোর্ড তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং শর্তে, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা এই আইনের অধীন কেন্দ্র বা বোর্ডের উপর ন্যস্ত বা আরোপিত যে কোনো ক্ষমতা অথবা দায়িত্ব কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক বা কোনো কর্মচারী অথবা বোর্ডের সভাপতি বা কোনো সদস্য অথবা কোনো কমিটিকে অর্পণ করিতে পারিবে।

২৭। **সুযোগ সুবিধার জন্য সরকারের সহায়তা**।—কেন্দ্রের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য সরকার কেন্দ্রকে নামমাত্র বা বিনা ভাড়ায় জমি ইজারা প্রদান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিতে পারিবে।

২৮। কেন্দ্র **অবলুপ্তি**।—(১) বোর্ড যদি কোনো সময়, উহার অন্যূন তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যগণের তিন-চতুর্থাংশ ভোটে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কেন্দ্র কার্যকরভাবে উহার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিতে অক্ষম অথবা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার অবসান ঘটিয়াছে, তবে উহা সরকারের নিকট কেন্দ্রের অবলুপ্তির জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে। এবং

(২) উক্ত অবলুপ্তির ক্ষেত্রে—

(ক) কেন্দ্রকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সকল স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি এবং উহার উপর স্থায়ীভাবে নির্মিত যে কোনো স্থাপনা যে দেশে অবস্থিত সেই দেশের সরকারের নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে;

(খ) কেন্দ্রের অন্যান্য সম্পত্তি সরকার, অন্য কোনো দেশের সরকার বা কেন্দ্রের উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্দেশ্য সম্পন্ন কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় বিলিবন্টন করা হইলে উহা, ক্ষেত্রমত, সরকার, উক্ত দেশের সরকার বা উক্ত প্রতিষ্ঠান ধারণ করিতে পারিবে।

২৯। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা**।—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কেন্দ্র, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন ও বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৩০। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh Ordinance, 1978 (Ord. No. LI of 1978) অতঃপর উক্ত Ordinance বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Ordinance এর অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) গৃহীত কোনো কার্য অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা এই আইনের অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে;

(গ) প্রতিষ্ঠিত International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh এর—

(অ) সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকার দাবি ও অধিকার এই আইনের অধীন কেন্দ্রের সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, সম্পত্তি, অর্থ, প্রকল্প এবং দাবি ও অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে;

(আ) সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব কেন্দ্রের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব বলিয়া গণ্য হইবে;

(ই) বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে চলমান থাকিবে ও নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বা তদ্‌কর্তৃক দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(ঈ) সকল চুক্তি ও দলিল, যাহাতে উহা পক্ষ ছিল, কেন্দ্রের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে যেন কেন্দ্র উহাতে পক্ষ ছিল;

(উ) কর্মচারীগণ যে শর্তে উহাতে কর্মরত ছিলেন, পরিবর্তিত বা পুনরাদেশ প্রদান না করা পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কেন্দ্রের কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন; এবং

(ঘ) গঠিত Board কর্তৃক প্রণীত গাইডলাইন, ম্যানুয়েল, নির্দেশিকা, নীতিমালা বা, অনুরূপ আইনগত দলিল (লিগাল ইনস্ট্রুমেন্ট), ক্ষেত্রমত, পুনঃপ্রণীত বা পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে যেন উহা এ আইনের অধীন গঠিত বোর্ড কর্তৃক প্রণীত।

(ঙ) গঠিত বোর্ড এই আইনের অধীন বোর্ড গঠন না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

৩১। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

**কে, এম, আব্দুস সালাম**
সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd